জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৪ঠা চৈত্র বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 18th Mar. 1953 | ৪২শ সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা চৈত্র বুধবার সন ১৩৫৯ সাল

সংখ্যাগরিষ্ঠতার জয় জয়কার !

—০—

গত সাধারণ নির্ব্বাচনে নানা দলের প্রার্থী নানা রকম আশার বাণী প্রচার করেন। কোন্ দল কি মহৎ কাজ করিয়াছেন বা আরও কি করিবেন, এই সব প্রলোভন দেখাইয়া যে দেশের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ১৫ জনের বেশী লোকের অক্ষর পরিচয় নাই, তাহাদের ভোট সংগ্রহের ফন্দী ফিকির করিতে লাগিলেন। কংগ্রেস দল ইতিপূর্ব্বেই গদী দখল করিয়া থাকার দরুণ এবং রাজশক্তি তাঁহাদের আয়ত্তাধীন থাকায়, এবং অন্যান্য বিরোধী দলের মতলবের ঐক্য না হওয়ায় প্রদত্ত ভোটের কংগ্রেস দল বিরোধী অন্যান্য দলের প্রাপ্ত ভোট একুনে যত হয় তাহার চেয়ে অনেক কম ভোট পাইয়াও ভোট রণে জয়ী হইয়া বিজয়োল্লাস করিতে লাগিলেন। দেশের অধিকাংশ ভোটার কর্ত্তৃক কংগ্রেস দল নির্ব্বাচিত এ কথা বলা চলে না। আবার নানা কেন্দ্রের নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে ট্রাইবুনাল যে সব রায় দিয়া কংগ্রেসপ্রার্থীর নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিলে গদীয়ান কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে কর্ম্ম-পন্থা নিন্দনীয় ছাড়া প্রশংসনীয় নহে।

যাদের নির্ব্বাচন নাকচ হইল, তাহারা নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে কোন-না-কোন অপকর্ম্ম করিয়াছেন, বা অপকর্ম্মকারী সরকারী কর্ম্মচারীর সুবিচারের দরুণ এই যশোলাভ। "দিল্লীর সিংহাসন শূন্য নাহি র'বে"। সেই পদের জন্য আবার নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যে খরচ হইবে তাহা সরকার করিবেন, এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন অধিবাসিগণের রক্ত জল করা ট্যাক্স হইতে। এখানে দেশের নিরীহ জনসাধারণ অপরাধ করে নাই, যে পক্ষ বা সরকারী নোকরের খেয়ালে এই গুনাগার দিতে হইল তাহা ঠিক "রাবণ রামের সীতা করিল হরণ। বিনা দোষে সমুদ্রের হইল বন্ধন।" এই রামায়ণ-বাক্যের অনুরূপ। যাহার নির্ব্বাচন নাকচ হইল, এবং তাহার অপকর্ম্ম প্রমাণ হইল, তাহার নিকট হইতে বা খেয়ালী সরকারী নোকর যাহার প্রচণ্ড প্রতাপে তিনি নয়কে হয় করিয়াছিলেন, আবার ট্রিবিউন্যাল তাঁহার ব্যবস্থাকে নাকচ করিয়া কর্ণ-মর্দ্দন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন তিনি বেশ সুস্থ শরীরে খোস মেজাজে স্বপদ অপেক্ষা উচ্চ পদ লাভ করিয়া মুনিব দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবিধা প্রাপ্ত হইতে হকদার হইয়া রহিলেন। দণ্ড পাইল সব চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের অধিবাসীবর্গ! তাহা হইলে সব সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের জয় জয়কার একথা বলা চলে না।

সব দেশেই আইন সভার অধিকাংশ সদস্যের মত অনুসারে আইন তৈরী হয়। সেই আইনানু-সারে দেশের শাসনকার্য্য ও বিচারকার্য্য চলিয়া থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদলই আইনের মালিক। তাঁহারা আইন প্রণয়ন করিয়া তাহাতে প্রদেশের রাজ্যপাল বা দেশের রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লইয়া আইন বা সংবিধান অনুসারে দেশের শান্তি ও সুবিচার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

কিছুদিন হইতে কোন কোন ক্ষমতাশালী ন্যায়ধর্ম্মবিবর্জ্জিত জেদী হীনচেতা লোকের প্রাদুর্ভাব এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে বলীয়ান হইয়া এমন সব অর্ব্বাচীনতা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে আইনসভায় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বিচারাসনে অধিষ্ঠিত বিচারকগণের উপরও প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে লজ্জাবোধ করেন না। বিচারকগণের মধ্যেও এমন সব স্বার্থপর নরাধমের আবির্ভাব হইয়াছে, যে উপরোক্ত বদলী প্রমোশনের কর্ত্তার টেলিফোন বা অন্য কোন উপায়ে ইঙ্গিত পাইবামাত্র অবিচার, অত্যাচার দ্বারা নিজের মর্য্যাদা কলঙ্কিত করিতে তাহারা ইতস্ততঃ করে না।

তবে ভরসা ইংরাজ সরকারের বেতনভোগী নোয়াখালির তদানীন্তন জজ পেনাল সাহেবের মতন ধর্ম্মপ্রাণ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন জজ এখনও দেখা যায়।

এই জাতীয় বিচারক সময়ে সময়ে অন্যায়ের মাথায় এমনভাবে সুবিচারের মুদ্গরাঘাত করিয়া থাকেন, যাহা শুধু এদেশে নয়, দেশ-বিদেশে বহু দিন সুবিচারের নিদর্শনরূপে গৃহীত হইবে। খেয়ালী রাষ্ট্রনায়কগণও যখন সজ্ঞানে থাকিবেন, মনে হইলেই মুখের চেহারা পরিবর্ত্তিত হইবে। মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে রামা শ্যামা নয়, তবে নামের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তির "শ্যামা" নামের অভাব নাই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনন্দলাল শর্ম্মা হাজতে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় সুপ্রীম কোর্টের কনষ্টিটিউশন বেঞ্চ কর্ত্তৃক মুক্তির আদেশ প্রাপ্ত হইয়া যখন সংসদে উপস্থিত হইলেন, তখন বিরোধীদলের সদস্যগণ উল্লাস ধ্বনির দ্বারা তাঁহাদের অভিনন্দিত করেন। ক্ষমতাদৃপ্ত কোন কোন রাষ্ট্রনায়কের মুখ-মণ্ডলের সে সময়ের সৌন্দর্য্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার গৌরবেও উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম বাংলা বিধান সভায় যখন বিরোধীদলের প্রশ্নবাণে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইয়া মন্ত্রীর দল উত্তর দিবার সময় ঠোঁট চাটিতে আরম্ভ করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাজেট মঞ্জুর হইলেও মুখ যেন মলিন হইয়াই থাকে। তাই মনে হয়, সব সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জয় জয়কার বলা চলে না।

———

যমের নিমন্ত্রণ !

কয়েক দিন পূর্ব্বে বালীর এক উৎসবে ভোজের নিমন্ত্রণে বহু লোক ভোজন করিয়াছিলেন। তার মধ্যে একটী স্ত্রীলোকসহ তিন জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। জন দশেক মরণাপন্ন হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভোজনের জন্য আনন্দলাভ করে বলিয়া, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণেরই সুখ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। বর্ত্তমান মহার্ঘতার দিনে ক্বচিৎ কেউ বাদে নিমন্ত্রণ পাইলে প্রায় সকলেই উৎফুল্ল হইয়া থাকে। পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কৃতী যথেষ্ট যত্ন লইতেন। এখন লোক খাওয়ান ব্যাপার যেন দায় হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে ভোজনের আহ্বান জানাইলে, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেন—ভোজনের আগে **চি** না পরে **চি**? অর্থাৎ চিড়া না লুচি? শেষে 'চি' শুনিলে তাঁহাদের মনে আনন্দ হইত বেশী। এখন আর তা হয় না। এখন যা ঘি

বলিয়া ব্যবহৃত হয় তাতে গব্যের লেশ মাত্র নাই। বরং চিড়েতে ভেজাল দেয় এমন ওস্তাদ ভেজাল-ওয়ালা আজও জন্মে নাই। "পরান্নমতিদুর্লভম্" যেমন রুচিকর, তেমনি "পরহস্তগতাঃ প্রাণাঃ" খুব ভয়ঙ্কর। যাঁহারা স্বপাক ভিন্ন খান না তাঁহাদের জিহ্বার সুখ না হইলেও পরান্নভোজীর মত অকালে যমের অতিথি হইতে হয় না।

ছেলের জুজু

হাঁকামানা জুজুমানা
থাকে তালের গাছে—
যে ছেলেটী কাঁদে তার
ঘাড়ে ধ'রে নাচে!

ইস্কুলেতে ভর্ত্তি হ'লে
অন্য জুজুর ভয়।
এক একটা পরীক্ষাতে
কি হয়! কি হয়!

যে বই ছেলের পড়তে হবে
ব'লে দেয় ইস্কুলে,
কোন্ গাধা লিখেছে সে বই
কেবল ভর্ত্তি ভুলে!

নমুনা তার শুন বলি—
পশু নাকি ব্যাঙ্।
রাজমহলের পাহাড় ছড়ায়
বীরভূমেতে ঠ্যাঙ্।

এ সব বই চালু হয়
মুরুব্বিদের জোরে
পবিত্র এইঃশিক্ষা বিভাগ
ভ'রে গেছে চোরে।

Notice.

Applications in prescribed form are invited from the intending candidates to place one additional stage carriage on the permanent route Berhampore to Jallangi. The applications will be received up to 11. 4. 53.

Applications in prescribed form are invited to provide a stage carriage on the temporary route Kandi to Kagram via Salar. The applications will be received up to 11. 4. 53.

It is proposed to amalgamate the route Berhampore to Katlamari with the almost identical route to be shortly opened, viz. Lalbagh to Katlamari via Berhampore. Any objection thereto may be lodged before the undersigned by 11. 4. 53.

Sd/- S. B. Majumder
Secretary, Regional Transport
Authority, Murshidabad.

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে আগামী ১৯৫৩ সালের ১৮ই এপ্রিল শনিবার তারিখে বেলা ১২ ঘটিকার সময় বহরমপুর কোর্ট মালখানায় বাজেয়াপ্ত বন্দুক ও গুলি বারুদ ইত্যাদি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

স্বাঃ এস. বি. মজুমদার
ম্যাজিষ্ট্রেট ইন চার্জ্জ
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি

আগামী ১লা মে হইতে জঙ্গিপুর শাখা কেন্দ্রের নূতন সেসন আরম্ভ হইবে। ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। আবশ্যকীয় ফরমাদি মহকুমা-শাসক মহাশয়ের অফিসে পাইবেন। ভর্ত্তি ফি ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। মাসিক বেতন লাগিবে না। যাঁহারা ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যথাসময়ে আবেদন করুন।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ। পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।